[২০১৯] ১ এস.সি.আর. ৮

রবি আগরওয়াল

বনাম

ভারত ইউনিয়ন এবং আরেকজন

(রিট পিটিশন (দেওয়ানী) নং ১১০৭/২০১৭)

জানুয়ারী ০৩, ২০১৯

[এ. কে. সিকরি, অশোক ভূষণ এবং এস. আব্দুল নাজির, বিচারপতিগন]

আয়কর আইন, ১৯৬১ - ৮০ঘঘ - ৮০ঘঘ সেই ব্যক্তিদের প্রণোদনা প্রদান করে যাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিরা প্রতিবন্ধী। - উক্ত বিশেষ বিধানের কার্যকরতা প্রদানের জন্য, এলআইসি প্রতিবন্ধী শিশুদের সুবিধার জন্য 'জীবন আধার' নামক একটি বিশেষ বিধান চালু করেছে। - প্রতিবন্ধী শিশুদের স্বার্থে দাখিলকৃত পিটিশন যাদের পিতামাতা 'জীবন আধার' পলিসি (টেবিল ১১৪) -এর অধীনে তাদের সন্তানদের জীবিকা নির্বাহের জন্য এলআইসি-এর কাছে আবেদন করেছিলেন - পিটিশনারের অভিযোগ সিও/টিআরএম/পিএস/৬২২/২৩ তারিখ ২৪ জানুয়ারী ২০০৮ তারিখে জারি করা সার্কুলারের সাথে সম্পর্কিত যা বিধান করেছিল যে পলিসিধারীর/জীবন বীমাকৃতের জীবদ্দশায় সুবিধা নির্ভরশীল ব্যক্তির কাছে পৌঁছাবে না - পিটিশনারের প্রার্থনা ছিল এই ধরনের বিধান অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যাতে বীমার সুবিধা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কাছে তার পিতামাতা/অভিভাবকের জীবদ্দশায় অথবা লাম্পসাম পরিমাণ হিসাবে পৌঁছায় - বর্তমান মামলায়, সুবিধাভোগী প্রতিবন্ধী শিশু, যেখানে অন্য জীবন বীমা পলিসিগুলি সেই ব্যক্তির জীবদ্দশায় বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করছে যিনি বীমা পলিসি করেছেন এবং এটি ১৪ ধারার অধীনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী - পিটিশনারের প্রার্থনা ছিল আইনের ৮০ঘঘ ধারাকে উপযুক্তভাবে সংশোধন করার জন্য - বহাল: আইনের উদ্দেশ্য ভবিষ্যতের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দুর্ভোগ লাঘব করা, বিশেষ করে পিতামাতা/অভিভাবকের মৃত্যুর পর - ৮০ঘঘ ধারা এমন বিধান করে যে বীমা করা ব্যক্তির মৃত্যুর পরেই কেবল বীমার পরিমাণ/বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করা হবে - এটি বাধ্যতামূলক আইনি বিধান - এই আদালত সংসদকে কোনো নির্দিষ্ট বিধান সংশোধন বা প্রণয়নের নির্দেশ দিতে পারে না - আদালত, তার বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করে, কেবল নির্ধারণ করতে পারে যে এই ধরনের বিধান সংবিধানের মূল কাঠামোকে অতিক্রম করে কিনা - রেসপন্ডেন্টরা সফলভাবে প্রমাণ করেছেন যে মূল বিধান যুক্তিসঙ্গত শ্রেণীবিভাগের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যার পিছনে একটি বৈধ যৌক্তিক কারণ রয়েছে এবং এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জন করতে চাওয়া হয়েছে -

রবি আগরাওয়াল বনাম ভারত ইউনিয়ন ৯

যদিও পিটিশনার এমন কঠোর পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করতে ন্যায়সঙ্গত হতে পারে যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তাদের পিতামাতা/অভিভাবকের জীবদ্দশায় বার্ষিক বৃত্তি বা লাম্পসাম পরিমাণের প্রয়োজন হতে পারে, তবে আইন প্রণেতার পক্ষে এই দিকগুলি বিবেচনা করে এবং ৮০ঘঘ ধারায় উপযুক্ত বিধান তৈরি করে উপযুক্ত সমাধান প্রদান করা উচিত। রেসপন্ডেন্ট নং ১-কে সকল দিক বিবেচনা করে এবং উপযুক্ত সংশোধনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্য এই বিধানটি পুনরায় খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হল - রিট পিটিশন নিষ্পত্তি করা হল - সামাজিক ন্যায়বিচার - প্রতিবন্ধী - পিআইএল - ভারতের সংবিধান - ১৪ ধারা।

রিট পিটিশন নিষ্পত্তি করে, আদালত

স্থির করেঃ ১. আইনের ৮০ঘঘ ধারা সংসদ কর্তৃক প্রণীত একটি বিধান যার অধীনে সেই ব্যক্তিদের প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে যাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিরা প্রতিবন্ধী। প্রণোদনা হল সেই সকল ব্যক্তিদের আয়করে ছাড় প্রদান করা যারা আইনের ৮০ঘঘ ধারার অধীনে প্রতিবন্ধী নির্ভরশীলদের বীমা পলিসি গ্রহণ করেছেন। এই বিধানের উদ্দেশ্য হল এই ধরনের পিতামাতা/অভিভাবকদের তাদের প্রতিবন্ধী নির্ভরশীলদের সুবিধার জন্য নিয়মিত অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করা। এই অর্থে, আইন প্রণেতা, তার প্রজ্ঞায়, এই ধরনের বীমা পলিসির প্রিমিয়াম পরিশোধের ক্ষেত্রে ছাড় প্রদান করা উপযুক্ত মনে করেছেন। অবশ্যই, এই ছাড় কেবলমাত্র নির্দিষ্ট শর্তাবলী পূরণ হলেই গ্রহণযোগ্য। [অনুচ্ছেদ ১৫] [২০-এফ-এইচ]

২.১ যতক্ষণ বীমা পলিসির প্রশ্ন, এটি একটি শর্ত অন্তর্ভুক্ত করে যে বীমার পরিমাণ/বার্ষিক বৃত্তি বীমাকৃত ব্যক্তি/পিতামাতা/অভিভাবকের জীবদ্দশায় পরিশোধ করা হবে না। এটি আইনের ৮০ঘঘ(২)(খ) ধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কিছু পরিমাণে, পিটিশনারের অভিযোগ এই যুক্তিতে ন্যায়সঙ্গত হতে পারে যে এমন তহবিলগুলির প্রয়োজন রয়েছে যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুবিধার জন্য প্রয়োজন, যা এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যার পিতামাতা/অভিভাবক এখনও জীবিত। এই পলিসি এমনকি পুরো প্রিমিয়াম পরিশোধের পরেও ঘটবে। পলিসির কোনো মেয়াদপূর্তির দাবি নেই।

তবে, পলিসির অধীনে বহু বছর ধরে প্রিমিয়াম পরিশোধ করার পর, পলিসির মেয়াদকালে পরিমাণ এলআইসি-র কাছেই থাকবে। তেমনটা হতে পারে। তবে, পলিসির পেছনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। ১৯৯৮ সালের অর্থ বিলের ব্যাখ্যামূলক স্মারকলিপিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই বিধানটি যুক্ত করার কারণ হল পিতামাতা/অভিভাবকের মৃত্যুর পর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা। ধারণা করা হয় যে তার জীবদ্দশায়, পিতামাতা/অভিভাবক তার/তার প্রতিবন্ধী সন্তানের যত্ন নেবেন। সুতরাং, আইনের ৮০ঘঘ ধারায় উল্লিখিত শর্তাবলীর সাপেক্ষে আয়কর ছাড় গ্রহণযোগ্য। আইন প্রণেতা এমন শর্ত রেখেছেন যে পলিসির অধীনে পরিমাণ/বার্ষিক বৃত্তি বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পরেই কেবল প্রদান করা হবে। এটি বাধ্যতামূলক আইনি বিধান। এই বিধানের কোনো চ্যালেঞ্জ নেই। [অনুচ্ছেদ ১৬, ১৭, ১৮] [২১-এ-এফ]

এস.কে. দত্ত, আয়কর আধিকারিক বনাম লরেন্স সিং ইংটি (১৯৬৮) ২ এসসিআর ১৬৫ - অনুসরণ করা হয়েছে।

স্টেট অফ ইউ.পি. এবং অ্যানাদার বনাম কমলা প্যালেস (২০০০) ১ এসসিসি ৫৫৭ : [১৯৯৯] ৫ সাপ্ল. এসসিআর ৪৫২; স্টেট অফ এ.পি. এবং অন্যান্য বনাম নাল্লামিলি রামি রেড্ডি এবং অন্যান্য (২০০১) ৭ এসসিসি ৭০৮ : [২০০১] ২ সাপ্ল. এসসিআর ২৮৭- নির্ভর করা হয়েছে।

২. পিটিশনার এমন কঠোর পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করতে ন্যায়সঙ্গত হতে পারে যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তাদের পিতামাতা/অভিভাবকের জীবদ্দশায় বার্ষিক বৃত্তি বা লাম্পসাম পরিমাণের প্রয়োজন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যেখানে অভিভাবক খুবই বৃদ্ধ বা এমন ব্যক্তি যিনি আর উপার্জন করতে সক্ষম নন এবং তিনি অবসর নিয়েছেন এবং তার আয়ের কোনো উৎস নেই। এমন পরিস্থিতিতে, তার/তার প্রতিবন্ধী সন্তানের চিকিৎসা সংক্রান্ত চাহিদাগুলির যত্ন নেওয়া কঠিন হতে পারে। এমনকি যখন তিনি/তিনি পুরো প্রিমিয়াম পরিশোধ করেছেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার/তার প্রতিবন্ধী সন্তানের অভিভাবক জীবিত থাকা অবস্থায় কোনো বার্ষিক বৃত্তি পেতে সক্ষম নন। তবে, আইন প্রণেতার পক্ষে এই দিকগুলি বিবেচনা করে ৮০ঘঘ ধারায় উপযুক্ত বিধান তৈরি করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রধান কমিশনারও মনে করেছেন যে অন্যান্য পলিসিধারকদের মতো, জীবন আধার পলিসিও প্রস্তাবকের ৫৫ বছর বয়সের পর মেয়াদপূর্তির অনুমতি দেওয়া উচিত এবং বার্ষিক বৃত্তির পরিমাণ এলআইসি বা জাতীয় ট্রাস্টের মাধ্যমে বিতরণ করা উচিত।

রবি আগরাওয়াল বনাম ভারত ইউনিয়ন ১১

রেসপন্ডেন্ট নং ১-কে এই বিধানটি পুনরায় খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হল সকল দিক বিবেচনা করে, বিশেষ করে এই রায়ে আদালতের দ্বারা তুলে ধরা দিকগুলি এবং উপযুক্ত সংশোধনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্য।

মামলা প্রসঙ্গ

[১৯৯৯] ৫ সাপ্ল. এসসিআর ৪৫২	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৯
[১৯৬৮] ২ এসসিআর ১৬৫	অনুসরণ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২০
[২০০১] ২ সাপ্ল. এসসিআর ২৮৭	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২১

দেওয়ানী মূল এখতিয়ারঃ রিট পিটিশন (দেওয়ানী) নং ১১০৭/২০১৭

ভারতের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে।

বিক্রমজিৎ ব্যানার্জী, এএসজি প্রশান্ত সিং, মেরুসাগর সামন্ত্রয়, রোহিত রাও, লীতেশ কৃষ্ণ, এমএস. অনিল কাটিয়ার, আর. চন্দ্রচূড়, করন শর্মা, নিতিন থুকরাল, অ্যাডভোকেট, রেসপন্ডেন্টদের পক্ষে।

পিটিশনার - স্ব-ব্যক্তিত্ব।

আদালতের রায় প্রদান করেন

বিচারপতি এ. কে. সিকরি। ১. এই রিট পিটিশন ভারতের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে রবি আগরওয়াল কর্তৃক একটি জনস্বার্থ মামলা হিসাবে দাখিল করা হয়েছে। পিটিশনটি প্রতিবন্ধী শিশুদের স্বার্থে দাখিল করা হয়েছে যাদের পিতামাতা তাদের সন্তানদের জীবিকা নির্বাহের জন্য ভারতীয় জীবন বীমা কর্পোরেশন (সংক্ষেপে 'এলআইসি')-এর 'জীবন আধার' পলিসি (টেবিল ১১৪)-এর অধীনে আবেদন করেছেন। পিটিশনার নিজে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে সেরিব্রাল ডিসফ্যাগিয়ায় ভুগছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পিটিশনার একজন আয়কর মূল্যায়নকারী যার আয়কর বিভাগ কর্তৃক ইস্যুকৃত স্থায়ী হিসাব নম্বর (প্যান) AAPPA5222M। তিনি উল্লেখ করেছেন যে এই পিটিশনে তার কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই যা তিনি প্রতিবন্ধী শিশুদের পক্ষে দাখিল করেছেন।

২. আয়কর আইন, ১৯৬১-এর ৮০ঘঘ ধারা (এরপর 'আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) কোনো নির্ভরশীল ব্যক্তির, যিনি প্রতিবন্ধী, মৃত্যুর ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি বা হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের (এইচইউএফ) সদস্যের সুবিধার জন্য বার্ষিক বৃত্তি বা লাম্পসাম পরিমাণ প্রদানের বিধান করে যার নামে উক্ত বিধানে উল্লিখিত স্কিমের চাঁদা দেওয়া হয়েছে।

যদিও এটি একটি দীর্ঘ বিধান, আমাদের উদ্দেশ্যে এর উপ-ধারা (১), (২) এবং (৩) পুনরুৎপাদন করাই যথেষ্ট, যা নিম্নরূপ:

> "৮০ঘঘ. প্রতিবন্ধী নির্ভরশীল ব্যক্তির রক্ষণাবেক্ষণ সহ চিকিৎসা বাবদ ছাড়। - (১) যেখানে কোনো মূল্যায়নকারী, যিনি একজন ব্যক্তি বা হিন্দু অবিভক্ত পরিবার, যিনি ভারতে বসবাস করেন, পূর্ববর্তী বছরে, -
>
> (ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, যিনি নির্ভরশীল, তার চিকিৎসা (নার্সিং সহ), প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের জন্য কোনো ব্যয় করেছেন; অথবা
>
> (খ) জীবন বীমা কর্পোরেশন বা অন্য কোনো বীমাকারী বা উপ-ধারা (২)-এ উল্লিখিত এবং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোনো স্কিমের অধীনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, যিনি নির্ভরশীল, তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনো পরিমাণ পরিশোধ বা জমা দিয়েছেন, মূল্যায়নকারী, এই ধারার বিধান অনুসারে, পূর্ববর্তী বছরে তার মোট আয় থেকে পঁচাত্তর হাজার টাকার সমষ্টির ছাড় পাবেন:
>
> তবে শর্ত থাকে যে যেখানে উক্ত নির্ভরশীল ব্যক্তি গুরুতর প্রতিবন্ধী, এই উপ-ধারার বিধানাবলী কার্যকর হবে যেন 'পঁচাত্তর হাজার টাকা' শব্দগুলির পরিবর্তে 'এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে।
>
> (২) উপ-ধারা (১)-এর (খ) ধারার অধীনে ছাড় কেবলমাত্র নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ হলেই মঞ্জুর করা হবে, যথা: -
>
> (ক) উপ-ধারা (১)-এর (খ) ধারায় উল্লিখিত স্কিমটি কোনো নির্ভরশীল ব্যক্তির, যিনি প্রতিবন্ধী, মৃত্যুর ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি বা হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের (এইচইউএফ) সদস্যের সুবিধার জন্য বার্ষিক বৃত্তি বা লাম্পসাম পরিমাণ প্রদানের বিধান করে যার নামে উক্ত স্কিমের চাঁদা দেওয়া হয়েছে;

(খ) মূল্যায়নকারী হয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, যিনি নির্ভরশীল, অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি বা ট্রাস্টকে তার পক্ষে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, যিনি নির্ভরশীল, তার সুবিধার জন্য অর্থ গ্রহণের জন্য মনোনীত করে।

(৩) যদি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, যিনি নির্ভরশীল, উপ-ধারা (২)-এ উল্লিখিত ব্যক্তি বা হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের পূর্বসূরী হন, তবে উপ-ধারা (২)-এর (ক) ধারায় পরিশোধিত বা জমা দেওয়া পরিমাণের সমান পরিমাণ উপ-ধারা (১)-এর (খ) ধারার অধীনে মূল্যায়নকারীর আগের বছরের আয় হিসাবে গণ্য হবে এবং সেই পরিমাণ মূল্যায়নকারীর সেই বছরের আয় হিসাবে করযোগ্য হবে।"

৩. উপ-ধারা (১)-এর (খ) ধারার অধীনে, যদি কোনো মূল্যায়নকারী, যিনি একজন ব্যক্তি বা এইচইউএফ, এলআইসি বা অন্য কোনো বীমাকারী কর্তৃক এই পক্ষে প্রণীত কোনো স্কিমের অধীনে কোনো পরিমাণ পরিশোধ বা জমা দেন, তবে মূল্যায়নকারী পূর্ববর্তী বছরের তার মোট আয় থেকে পঁচাত্তর হাজার টাকার সমষ্টির ছাড় পাওয়ার অধিকারী হবেন। এটি ৮০ঘঘ ধারার উপ-ধারা (২)-এ উল্লিখিত শর্তাবলীর সাপেক্ষে। উক্ত শর্ত অনুসারে, প্রতিবন্ধী নির্ভরশীল ব্যক্তি, ব্যক্তি বা এইচইউএফের মৃত্যুর ঘটনায় বার্ষিক বৃত্তি বা লাম্পসাম পরিমাণ পাবেন যার নামে স্কিমের চাঁদা দেওয়া হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুবিধা প্রদানের জন্য, এলআইসি 'জীবন আধার (টেবিল ১১৪)' নামক একটি বিশেষ বীমা পলিসি চালু করেছে প্রতিবন্ধী নির্ভরশীলদের সুবিধার জন্য। তদনুসারে, যে সকল মূল্যায়নকারী জীবন আধার পলিসি গ্রহণ করেছেন এবং পলিসির অধীনে অর্থ পরিশোধ করেছেন তারা আইনের ৮০ঘঘ ধারার অধীনে ছাড় পাওয়ার অধিকারী হবেন। এলআইসি কর্তৃক প্রবর্তিত উক্ত পলিসির মূল বৈশিষ্ট্যগুলির একটি সংক্ষিপ্তসার নীচে দেওয়া হল, যা পুনরুৎপাদন করা হল:

"ক) পরিকল্পনার সংক্ষিপ্তসার

১) প্রবেশকালে বয়স (জীবন বীমাকৃত) - সর্বনিম্ন ২২ বছর, সর্বোচ্চ ৬৫ বছর।

(প্রতিবন্ধী নির্ভরশীল - ১ বছর)

জীবন বীমাকৃত এবং প্রতিবন্ধী নির্ভরশীল উভয়ের বয়স প্রমাণ হিসাবে স্ট্যান্ডার্ড

বয়স প্রমাণের ভিত্তিতে ভর্তি করা আবশ্যক।"

২) প্রিমিয়াম পরিশোধের সর্বোচ্চ বয়স - ৭৫ বছর।

৩) প্রিমিয়াম পরিশোধের মেয়াদ - ১০, ১৫, ২০, ২৫, ৩০ এবং ৩৫ বছর।

৪) পলিসির মেয়াদ আজীবন।

৫) বীমাকৃত রাশি - সর্বনিম্ন ৫০০০০, সর্বোচ্চ - কোনো সীমা নেই।

৬) পরিশোধের পদ্ধতি - বার্ষিক, ষাণ্মাসিক, ত্রৈমাসিক, মাসিক, এসএসএস, এককণ্ড।

৭) পরিশোধের পদ্ধতির উপর ছাড় - বার্ষিক ৩% সারণিভুক্ত প্রিমিয়ামের, ষাণ্মাসিক ১.৫% সারণিভুক্ত প্রিমিয়ামের, ত্রৈমাসিক/মাসিক/এসএসএস - কোনো ছাড় নেই।

৮) উচ্চ বীমাকৃত রাশির উপর ছাড় -

২৫,০০০ থেকে ৪৯,৯৯৯ - প্রতি ১০০০ বীমাকৃত রাশির উপর ১ টাকা।

৫০,০০০ এবং তার বেশি - প্রতি ১০০০ বীমাকৃত রাশির উপর ২ টাকা।

৯) সকল অতিরিক্ত মরণশীলতার হার অনুমোদিত।

১০) সকল মহিলা শ্রেণী অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অনুমোদিত।

১১) শুধুমাত্র এনএমএস অনুমোদিত, এনএমজি নয়।

১২) প্রস্তাব ফর্ম নং ৩০০০-এর পাশাপাশি, জীবন বীমাকৃত (প্রস্তাবকারী)-কে প্রতিবন্ধী নির্ভরশীল জীবিত আছেন এবং একটি শংসাপত্র দাখিল করতে হবে যাতে উল্লেখ থাকে যে প্রতিবন্ধী নির্ভরশীল স্থায়ী শারীরিক অক্ষমতায় (অন্ধত্ব সহ) ভুগছেন বা মানসিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যেমন বিধি দ্বারা নির্ধারিত। সরকারি হাসপাতালের একজন চিকিৎসক, চক্ষু বিশেষজ্ঞ বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে যে উক্ত অক্ষমতার কারণে স্বাভাবিক কাজ করার বা লাভজনক কর্মসংস্থানে নিযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।"

৪. পিটিশনারের অভিযোগ সিও/টিআরএম/পিএস/৬২২/২৩ তারিখ ২৪ জানুয়ারী ২০০৮ তারিখে জারি করা সার্কুলারের সাথে সম্পর্কিত যা আয়কর বিভাগ কর্তৃক ইস্যু করা হয়েছে। উক্ত সার্কুলার অনুসারে, নির্ভরশীল ব্যক্তি/জীবন বীমাকৃত জীবিত থাকা অবস্থায় সুবিধা নির্ভরশীল ব্যক্তিকে প্রদান করা যাবে না। উক্ত সার্কুলারের প্রাসঙ্গিক অংশ নীচে উদ্ধৃত করা হল:

"পিতামাতা/জীবন বীমাকৃতের মৃত্যুর পর একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর প্রতিবন্ধী নির্ভরশীলকে বার্ষিক বৃত্তি পরিশোধের অনুমতি দেওয়ার জন্য আবেদন পাওয়া গেছে। কিন্তু সিবিডিটি/ভারত সরকার তা করতে অস্বীকার করেছে।"

সুতরাং, এটা স্পষ্ট করা হয়েছে যে নির্ভরশীল ব্যক্তি/জীবন বীমাকৃত জীবিত থাকা অবস্থায় কোনো সুবিধা প্রদান করা যাবে না।

৫. জীবন আধার প্ল্যান পূর্বোক্ত সার্কুলারের কথাও উল্লেখ করে যার ভিত্তিতে পলিসিতে মেয়াদপূর্তির দাবির পরিকল্পনা নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

"চ. মেয়াদপূর্তির দাবি

১) কার্যকর পলিসি বা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত পলিসি

পলিসির কোনো মেয়াদপূর্তির দাবি নেই। সম্পূর্ণ জীবন পলিসির ক্ষেত্রে মেয়াদপূর্তির দাবির বিধান অর্থাৎ জীবন বীমাকৃতের বয়স ৮০ বছর পূর্ণ হওয়ার পর এই পলিসির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

পিতামাতা/জীবন বীমাকৃতের মৃত্যুর পূর্বে প্রতিবন্ধী নির্ভরশীলকে বার্ষিক বৃত্তি পরিশোধের অনুমতি দেওয়ার জন্য আবেদন পাওয়া গেছে। কিন্তু সিবিডিটি/ভারত সরকার তা করতে অস্বীকার করেছে। সুতরাং, এটা স্পষ্ট করা হয়েছে যে নির্ভরশীল ব্যক্তি/জীবন বীমাকৃত জীবিত থাকা অবস্থায় কোনো সুবিধা প্রদান করা যাবে না। (কো/টিআরএম/পিএস/৬২২/২৩ তারিখ ২৪/০১/২০০৮)।"

সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে এই পলিসির অধীনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রদত্ত সম্পূর্ণ চাঁদার অর্থ শুধুমাত্র প্রস্তাবক/জীবন বীমাকৃত জীবিত থাকা অবস্থায় নির্ভরশীল ব্যক্তিকে পরিশোধযোগ্য, পলিসির কোনো মেয়াদপূর্তির দাবি নেই।

৬. পিটিশনারের বক্তব্য হল যে একটি বিধান অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে, রেসপন্ডেন্টরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বীমার সুবিধা অস্বীকার করছেন যাতে তারা পিতামাতা/অভিভাবকের জীবদ্দশায় বার্ষিক বৃত্তি বা লাম্পসাম পরিমাণ পেতে পারে, যেখানে অন্য জীবন বীমা পলিসিগুলির সুবিধাভোগীরা সেই ব্যক্তির জীবদ্দশায় বার্ষিক বৃত্তি পাচ্ছেন যিনি বীমা পলিসি নিয়েছেন। সুতরাং, পিটিশনারের মতে, এটি সংবিধানের ১৪ ধারায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী।

৭. পিটিশনার উল্লেখ করেছেন যে তিনি ০৬ আগস্ট ২০১৪ তারিখে ভারতীয় বীমা নিয়ন্ত্রক ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আইআরডিএ)-এর কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তবে, উক্ত কর্তৃপক্ষ পূর্বে উল্লিখিত সিবিডিটি-র ২৪ জানুয়ারী ২০০৮ তারিখের সার্কুলার সংশোধন করার জন্য কোনো সহায়তা প্রদান করতে পারেনি। পিটিশনার এরপর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রধান কমিশনারের কাছে উক্ত অভিযোগ উত্থাপন করে আবেদন করেছিলেন। প্রধান কমিশনার বিভিন্ন তারিখে বিষয়টি শোনেন এবং সিবিডিটি-কে সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন

বিভাগ এবং জাতীয় ট্রাস্টের সাথে পরামর্শ করে বিষয়টি পুনরায় পরীক্ষা করার পরামর্শ দিয়ে আদেশ দেন। তার প্রাসঙ্গিক অংশ নীচে উদ্ধৃত করা হল:

"১১. ১০.০৩.২০১৫ তারিখে শুনানির সময়, এটা লক্ষ্য করা যায় যে কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর বোর্ড (সিবিডিটি) ইতিমধ্যেই এই মর্মে তাদের বক্তব্য পেশ করেছে যে গ্রাহকের ৫৫, ৫৮ বা ৬০ বছর বয়সের পর প্রতিবন্ধী নির্ভরশীলকে বার্ষিক বৃত্তি প্রদানের বিষয়টি ২০০৭-০৮ সালের বাজেট প্রক্রিয়ার সময় বিবেচনা করা হয়েছিল এবং তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি।"

১২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রধান কমিশনারের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, সিবিডিটি বা এলআইসি-কে কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশনা দেওয়া যায় না কারণ উক্ত নীতি ও শর্তাবলী বাস্তবায়িত না করার কোনো অভিযোগ নেই। তবে, এই অফিসের অভিমত হল যে জীবন আধারই একমাত্র এলআইসি পলিসি নয় যা আয়কর ছাড়ের সুবিধা প্রদান করে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুবিধাভোগী এমন কয়েকজন করদাতা আয়কর ছাড়ের সুবিধা পেতে সক্ষম হতে পারে। এই ধরনের একটি সুচিন্তিত নীতিকে কর ছাড়ের সাথে যুক্ত করা উচিত নয়। যেহেতু নীতির মূল উদ্দেশ্য হল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সুবিধা প্রদান করা, তাই তার জীবদ্দশায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার বার্ষিক বৃত্তি পাওয়া শুরু করা উচিত।

১৩. মামলা নং ২৬০২/১০৯৩/২০১৪-এ অভিযোগকারীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে যে এলআইসি এজেন্ট এবং পেশাদাররা তাকে বলেছিলেন যে তার সন্তান প্রতি এক লক্ষ টাকার বীমাকৃত অর্থের জন্য ২০০০/- টাকা হারে পেনশন পেতে শুরু করবে, এলআইসি-কে বিষয়টি তদন্ত করার এবং এই রেকর্ডের প্রাপ্তির তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যদি এটা প্রমাণিত হয় যে এটি ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছিল, তবে এলআইসি-কে উপযুক্তভাবে অভিযোগকারীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

১৪. যেহেতু শুনানির সময় জাতীয় ট্রাস্টের কোনো প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না এবং ট্রাস্ট প্রস্তাব করেছে যে বীমাকৃত অর্থ সুবিধাভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা উচিত, তাই এলআইসি-র সাথে যোগাযোগ করে জীবন আধার পলিসি ধারকদের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য জাতীয় ট্রাস্টকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বার্ষিক বৃত্তির জন্য এলএলসি/জাতীয় ট্রাস্টের মাধ্যমে অর্থ বিতরণের জন্য

রবি আগরাওয়াল বনাম ভারত ইউনিয়ন ১৭

[এ. কে. সিক্রি, বিচারপতি]

পলিসি ধারকদের সম্মতি পাওয়ার পর, এলআইসি এবং জাতীয় ট্রাস্টের মধ্যে চূড়ান্ত হওয়া শর্তাবলীর ভিত্তিতে জাতীয় ট্রাস্টকে মনোনীত/ট্রাস্টি করার জন্য এলআইসি-কে অবহিত করবে এবং পলিসি ধারকদের প্রতিবন্ধী নির্ভরশীলরা জীবিত থাকা পর্যন্ত বার্ষিক বৃত্তির অর্থ বিতরণের জন্য একটি প্রক্রিয়া স্থাপন নিশ্চিত করবে।

১৫. উভয় অভিযোগকারী দৃঢ়ভাবে মনে করেন যে অন্যান্য পলিসি ধারকদের মতো, জীবন আধার পলিসিও প্রস্তাবকের ৫৫ বছর বয়সের পর মেয়াদপূর্তির অনুমতি দেওয়া উচিত এবং বার্ষিক বৃত্তির পরিমাণ এলআইসি এবং জাতীয় ট্রাস্টের মাধ্যমে বিতরণ করা উচিত।

১৬. অভিযোগকারীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে, সিবিডিটি-কে সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন বিভাগ এবং জাতীয় ট্রাস্টের সাথে পরামর্শ করে বিষয়টি পুনরায় পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।"

৮. প্রধান কমিশনার এমনকি সিবিডিটি-কে বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য একটি অনুস্মারকও পাঠিয়েছিলেন। তবে, সিবিডিটি-র স্তরে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, পিটিশনার এরপর ১৫ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সেন্ট্রালাইজড পাবলিক গ্রিভেন্স রিড্রেসাল এবং মনিটরিং সিস্টেম পোর্টালে তার অভিযোগ নথিভুক্ত করেন। যেহেতু তিনি কোনো সাড়া পাননি, তাই তিনি নিম্নলিখিত প্রার্থনা সহ বর্তমান রিট পিটিশন দাখিল করতে বাধ্য হন:

"(ক) রেসপন্ডেন্ট নং ১-কে আয়কর আইনের ৮০ঘঘ ধারা সংশোধন করার জন্য ম্যান্ডামাস বা অন্য কোনো উপযুক্ত রিট, আদেশ বা নির্দেশ জারি করা হোক যাতে ৫৫/৫৮ বছর বয়স বা অভিভাবক/পিতামাতার মৃত্যুর পর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বার্ষিক বৃত্তি বা লাম্পসাম পরিমাণ পরিশোধের অনুমতি দেওয়া হয়।

(খ) রেসপন্ডেন্ট নং ২-কে জীবন আধার পলিসির (টেবিল ১১৪) স্কিম সংশোধন করার জন্য ম্যান্ডামাস বা অন্য কোনো উপযুক্ত রিট, আদেশ বা নির্দেশ জারি করা হোক যাতে ৫৫/৫৮ বছর বয়স বা অভিভাবক/পিতামাতার মৃত্যুর পর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বার্ষিক বৃত্তি বা লাম্পসাম পরিমাণ পরিশোধের অনুমতি দেওয়া হয়।

(গ) রেসপন্ডেন্ট নং ২-কে ইতিমধ্যে ৫৫/৫৮ বছর বয়স হয়েছে বা ভবিষ্যতে ৫৫/৫৮ বছর বয়স হবে এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, অভিভাবক/পিতামাতার জন্য বার্ষিক বৃত্তি বা লাম্পসাম পরিমাণ পরিশোধের জন্য ম্যান্ডামাস বা অন্য কোনো উপযুক্ত রিট, আদেশ বা নির্দেশ জারি করা হোক।"

"(ঘ) অভিভাবকের মৃত্যুর পর প্রতিবন্ধী নির্ভরশীলকে বার্ষিক বৃত্তি/পেনশন পরিশোধের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য রেসপন্ডেন্ট নং ২-কে ম্যান্ডামাস বা অন্য কোনো উপযুক্ত রিট, আদেশ বা নির্দেশ জারি করা হোক, পিতামাতা/অভিভাবকের মৃত্যু সনদ দাখিলের প্রয়োজন ছাড়াই। পলিসির প্রিমিয়াম পরিশোধের পর বার্ষিক বৃত্তি/পেনশনের জন্য সকল কাগজপত্র এলআইসি কর্তৃক সম্পন্ন করতে হবে এবং এলআইসি কর্তৃক একটি শংসাপত্র জারি করতে হবে। পিতামাতা/অভিভাবকের মৃত্যু সনদ দাখিল করা ব্যতীত সকল কাগজপত্র সম্পন্ন হওয়ার পর এই শংসাপত্র ইস্যু বার্ষিক বৃত্তি/পেনশন প্রদানের প্রমাণ হিসাবে গণ্য হবে যতক্ষণ না পিতামাতা/অভিভাবকের মৃত্যু সনদ দাখিল করা হয়।

(ঙ) উপরোক্ত বিষয় ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যেমন প্রয়োজন তেমন অন্য কোনো আদেশ বা নির্দেশ জারি করা হোক।"

৯. সারসংক্ষেপে, পিটিশনারের অভিযোগ হল যে জীবন আধার পলিসির সুবিধা মূল্যায়নকারী/জীবন বীমাকৃতের মৃত্যুর জন্য স্থগিত করা উচিত নয় এবং মূল্যায়নকারীর জীবদ্দশায়ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুবিধার জন্য তা ব্যবহার করা উচিত।

১০. ভারত ইউনিয়ন হলফনামা দাখিল করে উপরোক্ত পদক্ষেপের ন্যায্যতা প্রমাণ করেছে। এই প্রসঙ্গে, এটা দাখিল করা হয়েছে যে অর্থ আইন (নং ২), ১৯৯৮-এর মাধ্যমে ৮০ঘঘ এবং ৮০ঘঘএ ধারা প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে। পূর্বের ৮০ঘঘ ধারা কোনো ব্যক্তি বা এইচইউএফ-এর কোনো নির্ভরশীল আত্মীয়ের (নার্সিং সহ) চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের জন্য ব্যয় বাবদ ১৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত ছাড়ের বিধান করত। প্রতিস্থাপনটি নির্ভরশীল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চিকিৎসা, পুনর্বাসন ইত্যাদির ক্ষেত্রে যৌগিক ছাড়ের বিধান করার জন্য করা হয়েছিল এবং কোনো স্কিমের অধীনে পরিশোধিত অর্থের জন্য ছাড়ের বিধান করা হয়েছিল যা এলআইসি বা অন্য কোনো বীমাকারী কর্তৃক নির্ভরশীল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুবিধার জন্য তৈরি করা হয়েছে। দাখিল করা হয়েছে যে কার্যত ৮০ঘঘএ এবং বর্তমান ৮০ঘঘ ধারার দুটি ধারার বিধান একত্রিত করা হয়েছে। সুতরাং, যদিও পূর্বের ৮০ঘঘএ এবং বর্তমান ৮০ঘঘ ধারা বিধান করে যে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুবিধার জন্য বার্ষিক বৃত্তি বা লাম্পসাম পরিমাণ গ্রাহকের মৃত্যুর পরেই প্রদান করা হবে। আইনের ৮০ঘঘ/৮০ঘঘএ ধারার অধীনে কর সুবিধাগুলি মাথায় রেখে জীবন আধার স্কিম তৈরি করা হয়েছে।

রবি আগরাওয়াল বনাম ভারত ইউনিয়ন ১৯

[এ. কে. সিক্রি, বিচারপতি]

১১. রেসপন্ডেন্ট নং ১/ভারত ইউনিয়ন কর্তৃক আরও দাখিল করা হয়েছে যে আইনের প্রস্তাবিত বিধানটি বিশেষভাবে আইনে রাখা হয়েছে এই বিষয়টি মাথায় রেখে যে প্রতিবন্ধী শিশুদের অভিভাবকরা প্রাথমিক পরিচর্যাকারী অর্থাৎ পিতামাতা বা অভিভাবকের মৃত্যুর পর প্রতিবন্ধীর রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনের ভয়াবহ বাস্তবতা সর্বদা সম্মুখীন হন। তাদের অনেকেই তাদের জীবদ্দশায় এমন কোনো বিশেষ উপকরণে কিছু পরিমাণ অর্থ জমা করতে চাইবেন যা তাদের মৃত্যুর পর প্রতিবন্ধীর নিয়মিত অর্থ প্রদান নিশ্চিত করবে। সুতরাং, মূল্যায়নকারীর মৃত্যুর পর প্রতিবন্ধী নির্ভরশীল ব্যক্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণের জন্য এলআইসি বা অন্য কোনো বীমাকারী কর্তৃক বিশেষভাবে প্রণীত কোনো স্কিমে বছরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে মোট আয় থেকে একটি পৃথক ছাড়ের বিধান করা হয়েছে এবং সিবিডিটি কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে অনুমোদিত হয়ে সংবিধিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু স্কিমটি মূলত পিতামাতা/অভিভাবকদের, তাই প্রতিবন্ধী নির্ভরশীলদের তাদের মৃত্যুতে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ দূর করার জন্য এবং জীবন আধার নীতির অধীনে প্রতিবন্ধী নির্ভরশীলকে একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর বার্ষিক বৃত্তি শুরু করার অনুমতি দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে, যখন গ্রাহক আর জীবিত নাও থাকতে পারেন।

১২. সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে পিটিশনারের যুক্তির বিরোধিতা করে, এটা যুক্তি দেওয়া হয় যে আইনের ৮০ঘঘ ধারার অধীনে ছাড় বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রদান করা হয়েছে। এই শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট সুবিধা প্রদানের জন্য এই শ্রেণীবিভাগ বৈধ। উল্লিখিত উদ্দেশ্য হল পিতামাতা/অভিভাবকের মৃত্যুর পর প্রতিবন্ধী নির্ভরশীল ব্যক্তির নিয়মিত অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে পিতামাতা/অভিভাবকের উদ্বেগকে প্রশমিত করা। ১৯৯৮ সালের অর্থ বিল সংক্রান্ত ব্যাখ্যামূলক স্মারকলিপির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, যা নিম্নরূপ:

> "শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী এবং অক্ষম নির্ভরশীলদের অভিভাবকদের জন্য সুবিধার যৌক্তিকীকরণ।
>
> বিদ্যমান ৮০ঘঘ ধারার অধীনে, একজন ব্যক্তি বা হিন্দু অবিভক্ত পরিবারকে প্রতিবন্ধী নির্ভরশীল ব্যক্তির চিকিৎসা বাবদ ১৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত ছাড়ের অনুমতি দেওয়া হয়। ৮০ঘঘএ ধারা জীবন বীমা কর্পোরেশন বা ভারতীয় ইউনিট ট্রাস্টের নির্দিষ্ট স্কিম তৈরি করে পিতামাতা বা অভিভাবককে ২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত পৃথক ছাড়ের অনুমতি দেয়।"

এটা অনুভব করা হয়েছে যে পিতামাতা বা প্রতিবন্ধী নির্ভরশীল ব্যক্তির অভিভাবককে প্রতি বছর তার চিকিৎসা বাবদ ব্যয় বহন করতে নাও হতে পারে। তবে, পিতামাতা বা অভিভাবককে সর্বদা প্রতিবন্ধী নির্ভরশীল ব্যক্তির ভবিষ্যতের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন অনুভব করতে হবে। বিদ্যমান বিধানগুলি এই ধরনের পরিস্থিতি বিবেচনা করে না। পিতামাতা বা অভিভাবককে প্রতিবন্ধী নির্ভরশীল ব্যক্তির চিকিৎসা বা ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্য ব্যয় করার বিকল্প প্রদানের জন্য, বিলটি ৮০ঘঘ ধারার অধীনে একটি নতুন বিধান প্রদান করে। এর অধীনে, পিতামাতা বা অভিভাবক ৪০,০০০/- টাকা পর্যন্ত দাবি করতে পারবেন - চিকিৎসা এবং প্রতিবন্ধী নির্ভরশীল ব্যক্তির ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্য তার প্রয়োজন অনুসারে। বিদ্যমান ৮০ঘঘ এবং ৮০ঘঘএ ধারাগুলি ফলস্বরূপ ৩৫,০০০/- টাকা থেকে ৪০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ছাড়ের সামগ্রিক সীমা বৃদ্ধির সাথে একীভূত হবে।"

১৩. অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ভারতের ইউনিয়নের পক্ষে উপস্থিত হয়ে সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে বৈষম্যের যুক্তির বিরোধিতা করে বেশ কয়েকটি রায় উল্লেখ করেছেন। যতক্ষণ রেসপন্ডেন্ট নং ২/এলআইসি-র প্রশ্ন, তার সরল উত্তর হল যে পলিসির ধারা সিবিডিটি কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে। এলআইসি ভারতের ইউনিয়নের দ্বারা প্রদত্ত কারণগুলিও সমর্থন করেছে যা পূর্বে উল্লিখিত সার্কুলারের পিছনে রয়েছে।

১৪. আমরা সংশ্লিষ্ট বক্তব্যগুলি বিবেচনা করেছি।

১৫. শুরুতে, এটা লক্ষ্য করা যেতে পারে যে আইনের ৮০ঘঘ ধারা সংসদ কর্তৃক প্রণীত একটি বিধান যার অধীনে সেই ব্যক্তিদের প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে যাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিরা প্রতিবন্ধী। প্রণোদনা হল সেই সকল ব্যক্তিদের আয়করে ছাড় প্রদান করা যারা আইনের ৮০ঘঘ ধারার অধীনে প্রতিবন্ধী নির্ভরশীলদের বীমা পলিসি গ্রহণ করেছেন। এই বিধানের উদ্দেশ্য হল এই ধরনের পিতামাতা/অভিভাবকদের তাদের প্রতিবন্ধী নির্ভরশীলদের সুবিধার জন্য নিয়মিত অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করা। এই অর্থে, আইন প্রণেতা, তার প্রজ্ঞায়, এই ধরনের বীমা পলিসির প্রিমিয়াম পরিশোধের ক্ষেত্রে ছাড় প্রদান করা উপযুক্ত মনে করেছেন। অবশ্যই, এই ছাড় কেবলমাত্র নির্দিষ্ট শর্তাবলী পূরণ হলেই গ্রহণযোগ্য।

রবি আগরাওয়াল বনাম ভারত ইউনিয়ন ২১

[এ. কে. সিক্রি, বিচারপতি]

১৬. যতক্ষণ বীমা পলিসির প্রশ্ন, এটি একটি শর্ত অন্তর্ভুক্ত করে (যা বর্তমান রিট পিটিশনে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে) যে বীমার পরিমাণ পিতামাতা/অভিভাবক/জীবন বীমাকৃতের জীবদ্দশায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রদান করা হবে না। এটি আইনের ৮০ঘঘ(২)(খ) ধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

১৭. কিছু পরিমাণে, পিটিশনারের অভিযোগ এই যুক্তিতে ন্যায়সঙ্গত হতে পারে যে এমন তহবিলগুলির প্রয়োজন রয়েছে যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুবিধার জন্য প্রয়োজন, যা এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যার পিতামাতা/অভিভাবক এখনও জীবিত। এই পলিসি এমনকি পুরো প্রিমিয়াম পরিশোধের পরেও ঘটবে। পলিসির কোনো মেয়াদপূর্তির দাবি নেই। তবে, পলিসির অধীনে বহু বছর ধরে প্রিমিয়াম পরিশোধ করার পর, পলিসির মেয়াদকালে পরিমাণ এলআইসি-র কাছেই থাকবে। তেমনটা হতে পারে। তবে, পলিসির পেছনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। ১৯৯৮ সালের অর্থ বিলের ব্যাখ্যামূলক স্মারকলিপিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই বিধানটি যুক্ত করার কারণ হল পিতামাতা/অভিভাবকের মৃত্যুর পর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা। ধারণা করা হয় যে তার জীবদ্দশায়, পিতামাতা/অভিভাবক তার/তার প্রতিবন্ধী সন্তানের যত্ন নেবেন।

১৮. আরও, আইনের ৮০ঘঘ ধারায় উল্লিখিত শর্তাবলীর সাপেক্ষে আয়কর ছাড় গ্রহণযোগ্য। আইন প্রণেতা এমন শর্ত রেখেছেন যে পলিসির অধীনে পরিমাণ/বার্ষিক বৃত্তি বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পরেই কেবল প্রদান করা হবে। এটি বাধ্যতামূলক আইনি বিধান। এই বিধানের কোনো চ্যালেঞ্জ নেই। এই আদালত সংসদকে কোনো নির্দিষ্ট বিধান সংশোধন বা প্রণয়নের নির্দেশ দিতে পারে না। আদালত, তার বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করে, কেবল নির্ধারণ করতে পারে যে এই ধরনের বিধান সংবিধানের মূল কাঠামোকে অতিক্রম করে কিনা। যদিও, এই পক্ষে কোনো নির্দিষ্ট প্রার্থনা নেই, তবে বর্তমান রিট পিটিশনে বৈষম্যের যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছে। আমরা মনে করি যে রেসপন্ডেন্টরা সফলভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে মূল বিধান যুক্তিসঙ্গত শ্রেণীবিভাগের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যার পিছনে একটি বৈধ যৌক্তিক কারণ রয়েছে এবং এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জন করতে চাওয়া হয়েছে।

১৯. স্টেট অফ ইউ.পি. এবং অ্যানাদার বনাম কমলা প্যালেস, (২০০০) ১ এসসিসি ৫৫৭-এর মামলায়, এই আদালত সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের সাথে সম্পর্কিত একটি আর্থিক বিধির বিচারে নিম্নোক্ত রায় প্রদান করে:

> "১১. ১৪ অনুচ্ছেদ ব্যক্তি, বস্তু এবং লেনদেনের যুক্তিসঙ্গত শ্রেণীবিভাগকে নিষিদ্ধ করে না যা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য আইনসভা কর্তৃক প্রণীত। অনুমোদিত শ্রেণীবিভাগের পরীক্ষার সন্তুষ্টির জন্য, এটিকে 'স্বেচ্ছাচারী, কৃত্রিম বা এড়িয়ে যাওয়া' হওয়া উচিত নয় বরং বাস্তব এবং যথেষ্ট পার্থক্য বহন করা উচিত যা আইনসভা কর্তৃক অর্জিত লক্ষ্যমাত্রার সাথে একটি ন্যায্য এবং যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক বহন করে। (দেখুন স্পেশাল কোর্টস বিল, ১৯৭৮, রে, সাত বিচারকের বেঞ্চ; আর.কে. গর্গ বনাম ভারত ইউনিয়ন, পাঁচ বিচারকের বেঞ্চ)। আর.কে. গর্গ মামলায় আরও বলা হয়েছিল যে কর সংক্রান্ত আইন যা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বা করের ক্ষেত্রে বৃহত্তর সুযোগ প্রদান করে যা বাকস্বাধীনতা, ধর্ম ইত্যাদি স্পর্শকারী নাগরিক অধিকারের চেয়ে বেশি সুযোগ প্রদান করে। এই ধরনের আইন কেবলমাত্র রুঢ়তা এবং বৈষম্যের ভিত্তিতে বাতিল করা উচিত নয় কারণ এই ধরনের আইন জটিল পরিস্থিতি এবং জটিল সমস্যাগুলির যত্ন নেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে যা তাদের মতবাদগত পদ্ধতির মাধ্যমে সমাধান গ্রহণ করে না।"

২০. আরও, এস.কে. দত্ত, আয়কর আধিকারিক বনাম লরেন্স সিং ইংটি, (১৯৬৮) ২ এসসিআর ১৬৫-এর মামলায়, এই আদালতের সংবিধান বেঞ্চ নিম্নোক্ত রায় প্রদান করে:

> "৮. এটা বিতর্কের বিষয় নয় যে কর সংক্রান্ত আইন ১৪ অনুচ্ছেদের পরীক্ষা অবশ্যই উত্তীর্ণ করবে। এটি এই আদালত কর্তৃক মুপিল নায়ার বনাম স্টেট অফ কেরালা মামলায় রায় দেওয়া হয়েছে। তবে এই আদালত কর্তৃক স্টেট অফ অন্ধ্রপ্রদেশ বনাম ইন্ডিয়ান টোব্যাকো কোং মামলায় যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, কোনো কর সংক্রান্ত আইন বৈষম্যমূলক কিনা বা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু নির্বাচন করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ব্যাপক বিচক্ষণতা রয়েছে কিনা তা নির্ধারণের সময়, এটা মনে রাখতে হবে যে রাষ্ট্র তার নিজস্ব ভিত্তিতে কর আরোপ করবে এবং এমন কোনো আইন উন্মুক্ত নয় যা সেই ভিত্তিতে আক্রমণযোগ্য যে এটি কিছু ব্যক্তি বা বস্তুকে কর আরোপ করে এবং অন্যদের করে না; এটি কেবলমাত্র তখনই যখন তার সীমানার মধ্যে আইনটি অসমভাবে কাজ করে এবং বৈধ শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিতে ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না, তখনই এটি ১৪ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী হবে। এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে একটি রাষ্ট্রকে কর আরোপের জন্য সবকিছু কর আরোপ করতে হবে না। এটিকে জেলা, বস্তু, ব্যক্তি, পদ্ধতি এবং এমনকি করের হার নির্বাচন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে যদি তা যুক্তিসঙ্গতভাবে করে।"

রবি আগরাওয়াল বনাম ভারত ইউনিয়ন ২৩

[এ. কে. সিক্রি, বিচারপতি]

২১. স্টেট অফ এ.পি. এবং অন্যান্য বনাম নাল্লামিলি রামি রেড্ডি এবং অন্যান্য, (২০০১) ৭ এসসিসি ৭০৮-এর মামলায়, এই আদালত রায় দিয়েছে:

> "৮. সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদ 'শ্রেণী আইন' এবং 'উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ' নিষিদ্ধ করে না। যদি আইনসভা যুক্তিসঙ্গতভাবে আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে শ্রেণীবিভাগ করে, তবে অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইন প্রযোজ্য না হওয়ার কারণে সমান সুরক্ষার ভিত্তিতে এটিকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। অনুমোদিত শ্রেণীবিভাগের পরীক্ষা দ্বিমুখী: (i) শ্রেণীবিভাগকে বুদ্ধিমান পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করতে হবে যা গোষ্ঠীর বাইরে থাকা অন্যদের থেকে গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের আলাদা করে এবং (ii) পার্থক্য অবশ্যই অর্জিতব্য লক্ষ্যমাত্রার সাথে একটি যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক বহন করবে। ১৪ অনুচ্ছেদ এমন শ্রেণীবিভাগের উপর জোর দেয় না যা বৈজ্ঞানিকভাবে নিখুঁত বা যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণ। একটি শ্রেণীবিভাগ কেবলমাত্র তখনই ন্যায়সঙ্গত হবে যদি এটি সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাচারী হয়। যদি প্রতিটি গোষ্ঠীর মধ্যে সাম্য এবং অভিন্নতা থাকে, তবে আইন বৈষম্যমূলক হবে না, যদিও কিছু অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে অন্যদের তুলনায় একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি বিশেষ সুবিধা পেতে পারে কারণ তারা বিশেষ চিকিৎসার জন্য শ্রেণীভুক্ত নয়।"

২২. পিটিশনার এমন কঠোর পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করতে ন্যায়সঙ্গত হতে পারে যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তাদের পিতামাতা/অভিভাবকের জীবদ্দশায় বার্ষিক বৃত্তি বা লাম্পসাম পরিমাণের প্রয়োজন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যেখানে অভিভাবক খুবই বৃদ্ধ বা এমন ব্যক্তি যিনি আর উপার্জন করতে সক্ষম নন এবং তিনি অবসর নিয়েছেন এবং তার আয়ের কোনো উৎস নেই। এমন পরিস্থিতিতে, তার/তার প্রতিবন্ধী সন্তানের চিকিৎসা সংক্রান্ত চাহিদাগুলির যত্ন নেওয়া কঠিন হতে পারে। এমনকি যখন তিনি/তিনি পুরো প্রিমিয়াম পরিশোধ করেছেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার/তার প্রতিবন্ধী সন্তানের অভিভাবক জীবিত থাকা অবস্থায় কোনো বার্ষিক বৃত্তি পেতে সক্ষম নন। তবে, আইন প্রণেতার পক্ষে এই দিকগুলি বিবেচনা করে ৮০ঘঘ ধারায় উপযুক্ত বিধান তৈরি করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রধান কমিশনারও মনে করেছেন যে অন্যান্য পলিসিধারকদের মতো, জীবন আধার পলিসিও প্রস্তাবকের ৫৫ বছর বয়সের পর মেয়াদপূর্তির অনুমতি দেওয়া উচিত এবং বার্ষিক বৃত্তির পরিমাণ এলআইসি বা জাতীয় ট্রাস্টের মাধ্যমে বিতরণ করা উচিত।

২৩. উপরোক্ত পরিস্থিতিতে, আমরা রেসপন্ডেন্ট নং ১-কে এই বিধানটি পুনরায় খতিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ করে এই রিট পিটিশন নিষ্পত্তি করছি সকল দিক বিবেচনা করে, বিশেষ করে এই রায়ে আদালতের দ্বারা তুলে ধরা দিকগুলি এবং উপযুক্ত সংশোধনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্য।

দেবিকা গুজরাল পিটিশন নিষ্পত্তি করা হল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sk. Naved Shahariar